০৬-০৩-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার মতন দয়ালু হয়ে প্রত্যেককে জীবন দান করতে হবে, এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে অনেক মানুষ সৌভাগ্যবান হয়"

প্রশ্নঃ- এই সময় দুনিয়ার প্রতিটি মানুষ হল গরিব তাই তাদের কি কি সুবিধা তোমাদের দিতে হবে ?

উত্তর :- তোমাদের কাছে যে জন অবিনাশী জ্ঞান রত্ন রূপী রুটি নিতে আসবে তাদের ঝুলি খুব স্নেহের সাথে তোমাদের ভরতে হবে, সবাইকে সুখ দিতে হবে। প্রত্যেককে স্নেহ দিয়ে পরিচালনা করতে হবে, কেউ যেন ক্ষুণ্ন না হয়। তোমাদের কাছে অনেক মানুষ আসে নিজের জীবন দান নিতে, তাই ভান্ডার খুলে দাও। তাদেরকে সৌভাগ্যবান করতে তোমাদের দরজা সর্বদা খোলা থাকে উচিত। যদি জীবন দান করার বদলে লাথি মারো তবে সেটা বিশাল বড় পাপ হবে ।

গীত :- শৈশবের দিন গুলি ভুলে যেও না .....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গান শুনল। বেহদের পিতা পরমাত্মা শিব, ব্রহ্মা দেহে বসে বোঝাচ্ছেন যে বাচ্চারা তোমরা মাতা পিতার আপন হয়েছ, এই শৈশব ভুলে যেও না। ঐ লৌকিক শৈশবের কথা কেউ ভুলে যায়না। ঘরে পরিবারে মা-বাবার সঙ্গে বাচ্চারা থাকে। মাতা-পিতাকে চিনে জেনে বড় হয়। মা বাবার পেশা সম্বন্ধেও তারা জানতে পারে। এখন এখানে তোমরা আপন হয়েছ নিরাকার বাবার। বাবা হলেন ভান্ডারী, অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করেন। তোমরা অবিনাশী জ্ঞান রত্ন দিয়ে নিজের ঝুলি ভরো, ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্যে। যদি মাতা পিতাকে ভুলে যাও তবে ঝুলি খালি হয়ে যাবে। তোমরা বাচ্চারা এখানে নিজের জীবন উঁচু করছ। খুব বিশাল ভারী বর্সা প্রাপ্ত করছ। এখানে তোমরা বাবার কাছে আসো অনেক সম্পন্নশীল হতে। দরিদ্র থেকে বিত্তবান হতে , দরিদ্র তো সকলেই। দরিদ্ররা আসে নিজের আজীবিকা প্রাপ্ত করতে অথবা ২১ জন্মের জন্যে নিজের অধিকার নিতে অর্থাৎ বর্সা প্রাপ্ত করতে। সুতরাং তাদের অবিনাশী জ্ঞান খাজানা প্রাপ্ত করতে বাচ্চারা তোমাদের সব রকমের সুবিধা দিয়ে সাহায্য করতে হবে কারণ এই খাজানা কোথাও আর প্রাপ্ত হবেনা। সবাইকে সুখ দিতে হবে। প্রত্যেককে স্নেহ সহকারে চালাতে হবে। যাতে কেউ অসন্তুষ্ট না হয় এবং অবিনাশী জ্ঞান রতন রূপী রুটি নিতে এলে তাদের ঝুলি ভরতে হবে। দূর করবেনা। বাবার কাছে বাচ্চারা আসে ভান্ডার ভরপুর করতে। দরিদ্র দের দান করলে তারা খুশি হয়। কেউ খারাপ মানুষ হলে গরীবদের দূর করে দেয়। যে ধর্মাত্মা হবে, দয়ালু হবে, সে গরীবদের ডেকে কিছু দেবে। তোমরা বাচ্চারা জানো এই সময় দুনিয়ায় সবাই হল গরিব। যদিও ধন সম্পত্তি আছে কিন্তু তারাও কাঙাল হয়ে যায়। টাকা পয়সা সব মাটিতে মিশে যাবে। ঐ ধনের নেশা থাকার দরুন এই জ্ঞান রত্নের খাজানা প্রাপ্ত করা তাদের জন্যে খুব কঠিন কাজ। বাবা তো হলেন গরিব নিবাজ অর্থাৎ দীনের নাথ, যে সন্তান রূপে কাছে আসে সে আপন হোক বা পর -- বাবার কাছে নিজের উঁচু জীবন প্রাপ্ত করতে, ২১ জন্মের জন্যে গরিব থেকে ধনী হতে আসে। সত্যযুগে তো সবাই বিত্তবান হয়। যদিও নম্বর অনুসারে গরীবও হয় কিন্তু এমন গরীব নয় যে কুঁড়ে ঘরে থাকবে। এখানে তো কত আবর্জনার মধ্যেও বাস করে। সেখানে এমন কথা নেই।

সুতরাং যেখানে তোমাদের সেন্টার আছে, ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা আছে। তাদের কাছে অনেক মানুষ আসে -- নিজের জীবন দান প্রাপ্ত করতে। তোমরা বাচ্চারা ভান্ডার খুলে দাও , জীবন দান কর। এই টি কত পুণ্যের কাজ। যদি ভান্ডার খুলে আবার বন্ধ করে দেবে তাহলে এতজনের কি অবস্থা হবে বলো ! দুঃখে থাকবে। আমরা জানি তারা অনেক দুঃখে আছে তারা কাঙাল। এখানে এসে ভাগ্যবান হয়। তাইজন্যে সদা এই দরজা খোলা থাকা উচিত। ভবিষ্যতে ২১ জন্মের বর্সা প্রাপ্ত হয়। সদা সুখী হতে হলে কত দান করা উচিত। শিববাবা যিনি তোমাদের অবিনাশী জ্ঞান রত্ন প্রদান করেন সেসব অন্যদের দান করতে হবে। রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্য ছিল , এখন নেই তারপর ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে। অর্থাৎ বাবা এসে রাজ যোগ শেখান। তোমাদের অন্যদের শেখাতে হবে। এমন ব্যবস্থা করতে হবে -- যেখানে অনেক মানুষ এসে নিজের ভাগ্য তৈরি করতে পারে। সবাইকে জীবন দান করতে হবে। যদি জীবন দান না করে দূর করবে তো অনেক পাপ হবে। খুব স্নেহের সঙ্গে বোঝাতে হবে। মায়া এমন যে একদম অজ্ঞান করে দেয়। বাবাকে ত্যাগ করলে আগের চেয়ে আরও খারাপ অবস্থা হয়। প্রতিটি সেনা বাহিনীতে পলাতক হয়। অনেকে গুপ্তচর হয়। আমাদের লড়াই হল মায়ার সঙ্গে। যারা সন্তান হয়ে মায়ার কাছে ফিরে যায় তারা পলাতক হয়। অনেককে দুঃখ দেয়। কত অবলা , কন্যারা বন্দি হয়। আমাদের জ্ঞান হল উচ্চ মানের, উৎকৃষ্ট। মা-বাবার বর্সা অর্থাৎ বিষ পান করা ও করানো বন্ধ হয়। এই কাজটি খুব খারাপ , তাই অতীতকে ভুলে যাও। অর্ধকল্প তো সবাই পতিত হয়েছে, এখন বাবা বলছেন বাচ্চারা এর দ্বারা তোমাদের দুর্গতি হয়েছে। এখন এই কাজ বন্ধ কর , এইটি হল পতিত দুনিয়া যাকে ১৬ কলা সম্পূর্ণ , সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া তো বলা যাবেনা। সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলেন সূর্যবংশী । রাম-সীতাকেও চন্দ্রবংশী , ক্ষত্রিয় বলা হবে। মানুষ তো তাদেরও ভগবান ভাবে। তোমরা বাচ্চারা জানো সূর্যবংশী ও চন্দ্রবংশী তে রাত দিনের তফাৎ আছে। তারা ১৬ কলা সম্পূর্ণ নতুন দুনিয়ার মালিক এবং এরা ১৪ কলা সম্পূর্ণ , দুই কলা কম হয়ে যায়। দুনিয়া একটু পুরানো হয়ে যায়। সূর্যবংশী দের নাম হল বিখ্যাত। বাচ্চারা বলে বাবা আমরা সূর্যবংশী হব। দুই কলা কম হবেই বা কেন। স্কুলে যদি কেউ ফেল করে তাহলে মা-বাবার নাম বদনাম করে। পাস করলে খুশী হয়। ফেল করলে মন খারাপ হয়। কেউ তো ডুবে মরে। যারা ফুল পাস করে তারা সূর্যবংশী লক্ষ্মী নারায়ণের বংশে জন্ম হয়। কল্প পূর্বেও এমন হয়েছিল। নিশ্চিতরূপে এই সময় বাবা এসে প্রথমে ব্রাহ্মণ কুল স্থাপনা করে তাদেরকে বসে পড়ান। যারা ভবিষ্যতে সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী রূপে পরিণত হয় , এর জন্যে পড়তে হবে , পড়াতে হবে। পড়া না করলে বোঝা বইবে। এখানে তোমাদের সামনে মুখ্য উদ্দেশ্য আছে। এখানে অন্ধ শ্রদ্ধার কথা নেই। বোঝানো হয় পাঠশালায় আমরা পড়ি মানুষ থেকে দেবতা হতে। সাক্ষাৎকারও করেছে তবে তো বলে আমরা লক্ষ্মীনারায়ণ হব। সেকি আর এমনি হওয়া যাবে। বাবা ছাড়া কেউ পরিণত করতে পারেননা। গীতা পাঠ করে যারা তারাও এমন বলবেনা যে আমরা রাজার রাজা করি। মন্মনাভব , আমার সন্তান হও। এইসব কেবল প্রজাপিতা ব্রহ্মা ও জগদম্বা বলতে পারেন। নিজেকে কেউ প্রজাপিতা ব্রহ্মা-ও বলতে পারবেনা। যতই মিথ্যা বেশ ধারণ করুক কিন্তু এইসব কথা বোঝাতে পারবেনা। এইসব তো শিববাবা-ই বোঝান। মানুষ থোড়াই বলবে মন্মনাভব, তারা কল্পের রহস্য থোড়াই বোঝাবে যে কল্প কত বছরের হয়। চক্র কিভাবে পরিক্রমা করে । কেউ জানেনা। তোমরা বাচ্চারা এই নলেজ প্রাপ্ত কর। মোটা বুদ্ধি এত পড়তে পারেনা পরীক্ষা ভীষন কঠিন। আ.ই.এস-এর পরীক্ষায় খুব কম জনের সাহস হয়। গভর্নমেন্টও বোঝে যে পরীক্ষা কঠিন থাকলে কমজন পাস করবে। এখানেও লিমিট আছে। ৮ জন নম্বর ওয়ানে যাবে তারপর রয়েছে ১০৮ । এই সময়ে কোটি কোটি হবে ভারত বাসী। তার মধ্যে যারা দেবী দেবতা ধর্মের

হবে তারা যুক্ত হবে। ৩৩ কোটি দেবতাদের গায়ন আছে। তাদের মধ্যে ৮ জন এক নম্বর সূর্যবংশী হয়। প্রিন্স প্রিন্সেসও সংখ্যায় অনেক হবে তাইনা। পরীক্ষাটি খুব-ই কঠিন। ৮ জন বিজয় মালার মুক্তো রূপে পরিণত হয়। এর মধ্যেও এক তো মাম্মা হলেন কুমারী এবং ব্রহ্মাবাবা হলেন বৃদ্ধ। মাম্মা হলেন যুবতী। ভালো ভাবে পড়াশোনা করে পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করেন। ব্রহ্মা বাবাও বৃদ্ধ বয়সে পড়াশোনা করে পরীক্ষা তো পাস করেন। বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করা পরিশ্রমের কথা। বাচ্চারা, তোমাদের ভগবান পড়ান, এইটি তো খুব ভাগ্যের কথা যে ভগবানের আপন হয়ে ওঁনার সার্ভিসে যুক্ত হওয়া। সিন্ধ প্রদেশে তোমরা সবাই এসেছ তার মধ্যেও অনেকে ছেড়ে চলে গেছে। অন্যরা যারা তীব্রতর হয়ে বেরিয়েছে তারা তো কামাল। অনেককে নিজ সমান পরিণত করছে। তাই সম্মান তো দিতে হবে তাইনা। ভাট্টি থেকে ৩০০ জন বেরিয়েছে নম্বর অনুযায়ী। এখন তো সংখ্যায় হাজার হয়ে গেছে। নতুন সেন্টার খুলে গেছে। কত মানুষ এসে নিজের জীবন হীরে তুল্য করে নিচ্ছে। নিজের জীবন পরিণত করে অন্যদেরও পরিবর্তন করা উচিত। অনুজ্জ্বল আত্মাকে পুনর্জীবিত করতে হবে। খুব স্নেহের সঙ্গে এক একজনকে হাত করতে হবে। কোথাও যেন তাদের পা পিছলে না যায়। যত বেশি সেন্টার থাকবে তত বেশি জন জীবন দান প্রাপ্ত করবে। পবিত্র হীরের মতন জীবন তৈরি করবে। এখন তো পতিত কড়ি তুল্য হয়েছে। তাই বাবা বলেন পুরুষার্থ করে সূর্যবংশে এস। বাবাকে স্মরণ কর। এমন নিলেন না যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করকে স্মরণ কর। অনেক মানুষ জিজ্ঞাসা করে শংকরের পার্ট কি ? প্রেরণা দ্বারা কিভাবে বিনাশ করেন ? বলো, এইসব তো গায়ন আছে , ছবি আছে। এই বিষয়ে বোঝানো হয় বাস্তবে তোমাদের এইসব কথার সঙ্গে কোনো কানেকশন নেই। প্রথমে বুঝে নাও আমাদের বাবার কাছে বর্সা নিতে হবে। মন্মনাভব হয়ে যাও। শঙ্কর কি করেন, অমুকে কি করেন, এইসব জানবার কি দরকার আছে। তোমরা শুধু দুইটি শব্দ মনে রাখো বাবা এবং বর্সাকে স্মরণ কর তাহলেই রাজধানী প্রাপ্ত হবে। বাকি শংকরের গলায় সাঁপ কেন দেওয়া হয়েছে , যোগে এমনভাবে কেন বসে আছে .... এইসব কথার সঙ্গে কোনও কানেকশন নেই। মুখ্য কথা হল বাবাকে স্মরণ করা। যদিও এমন এমন প্রশ্ন তো অনেক উঠবে, তাতে তোমাদের কি লাভ হবে । তোমরা সব কথা ভুলে যাও।

বাবা বলেন আমায় স্মরণ কর তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। আমরা বাবার সংবাদ প্রদান করি । স্মরণ না করলে বিকর্ম জিত হবেনা, তখন জ্ঞানের ধারণা হবে কিভাবে। কেউ উল্টো প্রশ্ন করলে তাকে বল প্রথমে জ্ঞান তো বুঝে নাও। নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ কর। বাকি সব কথা ছেড়ে দাও। ভবিষ্যতে সব বুঝতে পারবে। বর্সা প্রাপ্ত করতে সাহস দেখাও। আমরা বাবার সংবাদ প্রদান করি তারপর করো বা না করো তোমাদের ইচ্ছে। বাবার কাছে পবিত্র হয়ে যাবে তখন নতুন পবিত্র দুনিয়ায় উঁচু পদের অধিকারী হবে। স্ব দর্শন চক্র ঘোরাও। শুধুমাত্র ৮৪ জন্মের চক্রকে স্মরণ করো। যে যত স্মরণ করবে সে বিজয় মালায় গাঁথা হয়ে যাবে , আর কিছু জপ তপ ইত্যাদি করতে হবেনা, এইসব থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। দ্বাপর থেকে হদের বর্সা নিয়েছ। এখন বেহদের বাবার কাছে বেহদের বর্সা নিতে হবে। এখন তোমরা যে বর্সা প্রাপ্ত কর সেইটি ২১ জন্মের জন্যে অবিনাশী হয়ে যায়। সেখানে তোমরা এইসব কিছুই জানতে পারোনা যে আমরা এই বর্সা কিভাবে প্রাপ্ত করি বা এই হল অবিনাশী বর্সা। এইসব তোমরা একজন জেনেছ যে ২১ জন্ম রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করব। সেখানে শুধুই সুখের মজা । মানুষ বুঝবে বর্সা সবাই পিতার কাছে প্রাপ্ত করবে। কিন্তু সেখানে হয় তোমাদের এখনকার পুরুষার্থের প্রালব্ধ , যা ২১ জন্ম চলে। এমন নয় যে ঐ সময়ে কোনও সু-কর্ম কর। এখানে তো তোমরা এমন সু-কর্ম শেখো যার ফলে তোমরা জন্ম জন্ম রাজবংশে জন্ম গ্রহণ

কর। বাবা আদেশ দেন এক পবিত্র হও এবং আমায় স্মরণ কর। কিন্তু মায়া ভুলিয়ে দেয়। সৃষ্টির চক্র কিভাবে পরিক্রমা করে সেই জ্ঞান পয়েন্ট স্মরণ করলে আমরা চক্রবর্তী রাজা রানী রূপে পরিণত হই। কত সহজ এই কথা। কন্যাদের জন্যে তো খুবই সহজ। অধর কুমারীদের জন্যে সিঁড়ি নামতে পরিশ্রম হয়। যেখান সেখান থেকে কুমারীদের সংখ্যা বেশি হয়। এই সময় বিবাহ করা মানে সম্পূর্ণ বিনাশ হওয়া। এখানে শিব প্রিয়তমের সঙ্গে বিবাহ হওয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ সৌভাগ্য সম্পন্ন হওয়া , স্বর্গে। তোমরা এখন গড ফাদারলি সার্ভিসে যুক্ত আছ , এর ফল কি প্রাপ্ত হবে ? তোমরা বিশ্বের মালিক হবে। এই হল প্রকৃত উপার্জন। বাকি সবার হল মিথ্যা উপার্জন , তাই তো খালি হাতেই যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি ... দেখ হারানিধি শব্দের অর্থ কত সুন্দর। এমনভাবে আর কেউ বলতে পারেনা। খুব বেছে বেছে এক একজন মিলিত হয়েছে। আত্মা পরমাত্মা আলাদা রয়েছে বহুকাল ... তোমরা যে ৫ হাজার বছর পরে এসে মিলিত হয়েছ , তাদের বলা হয় বেহদের হারানিধি বাচ্চা। নিশ্চিতরূপে এখন কল্পের সঙ্গমে বাবার সঙ্গে এসে মিলিত হও । তারপরে ভিন্ন নাম রূপ নিয়ে মিলিত হবে। যারা কল্প পূর্বে পড়েছে তাদেরই বাবা পড়াবেন এবং তারা কল্প কল্প পড়তে থাকবে। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি স্ব দর্শন চক্রধারী বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) নির্জীব আত্মাকে পুনর্জীবিত করতে হবে। খুব স্নেহ সহকারে এক একজনকে সামলাতে হবে। কোনও কারণে কারো যেন পা পিছলে না যায় -- সে খেয়াল রাখতে হবে।

২) পবিত্র দুনিয়ায় উঁচু পদের জন্যে অন্য সব প্রশ্ন ছেড়ে বাবা ও বর্সাকে স্মরণ করতে হবে। স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাতে হবে। অনেককে জীবনদান করতে হবে।

বরদান :- ফলো ফাদার করে নম্বর অনুযায়ী বিশ্বের রাজ্যাধিকারীর আসন প্রাপ্তকারী সিংহাসনে বিরাজিত হও

ব্যাখা: যেমন বাবা বাচ্চাদের এগিয়ে দেন, নিজে ব্যাকবোন থাকেন তেমন ভাবে ফলো ফাদার কর। এখানে যত বাবাকে ফলো করবে ততই সেখানে নম্বর অনুযায়ী বিশ্ব রাজ্যের আসন প্রাপ্তকারী সিংহাসনে বিরাজিত হবে। যত এই সময়ে সদা বাবার সঙ্গে খাওয়া দাওয়া, খেলা পড়াশোনা করবে ততই সেখানে সঙ্গে থাকবে। যে বাচ্চাদের যত কাছে থাকার স্মৃতি থাকে তাদের ন্যাচারাল নেশা, নিশ্চয় স্বতঃই থাকে। সুতরাং হৃদয় দিয়ে সর্বদা এই অনুভব করো যে অনেক বড় বাবার সাথী হয়েছি , এখনও আছি এবং আগামী অনেক বড় থাকব।

স্লোগান - সেবার ফল ও বল প্রাপ্তকারী শক্তিশালী হয়।